দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

প্রিন্সিপালের জালিয়াতি অনিয়ম ও দুর্নীতিতে ফুলবাড়ী মহিলা কলেজের শিক্ষাক্রম স্থবির

শফিক বেবু : কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কলেজটিকে ঘিরে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল সুজাত হোসেন প্রামানিক একক আধিপত্য বিস্তার করে কলেজটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে রূপান্তরিত করেছেন। হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এতদসক্রান্ত ১৩টি অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসন, দুর্নীতিদমন ব্যুরোর মহাপরিচালক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, কলেজ পরিদর্শক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এবং ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হলেও এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত অনুষ্ঠান কিংবা সন্তোষজনক কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উক্ত অধ্যক্ষ সব চ্যানেল ঠিক রেখে চ্যালেঞ্জ করে একের পর এক লাগামহীন দুর্নীতি অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে ক্রমেই কলেজের ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যার নীচে নেমে আসছে। জানা গেছে, ফুলবাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ সুজাত হোসেন প্রামানিক অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে কলেজটিকে তার দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেন। বর্তমান কলেজটিতে ২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১৩ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। ছাত্রী সংখ্যা উচ্চমাধ্যমিক ১ম বর্ষে প্রায় ৪০ জন (ভর্তি চলছে), ২য় বর্ষ বাণিজ্য শাখায় ৮ জন, মানবিক শাখায় ৩৬ জন ও বিজ্ঞান শাখায় ১৯ জন, মোট ৬৩ জন, বিএসএস ৩য় বর্ষে ২৭ জন ও ৪র্থ বর্ষে ১৭ জন সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ১৪৭ জন।

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে কলেজটি স্থাপনের সময় মারাত্মক জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়। সরকার আরোপিত শর্ত মোতাবেক কলেজের নামে ৩ একর জমি দেখাতে গিয়ে উক্ত অধ্যক্ষ জমির ভুয়া দলিল দাখিল করেন। কলেজের নামে ৩ একর ১৯ শতাংশ জমি দেখানো হলেও ২ একর ১ শতাংশ জমির কোন অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীতে কলেজের নামে এই জমি ক্রয়ের কথা বলে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে ডোনেশন হিসেবে ২০ থেকে ২২ লাখ টাকার মতো আদায় করেন। গত মে/২০০১ মাসে এমপিওভুক্ত হয়েছেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ লাখ টাকা। অথচ এখন পর্যন্ত কোন জমি ক্রয় করা হয়নি। ডিগ্রী পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিকল্প বাংলা বিষয়ে মঞ্জুরী না থাকলেও মোটা টাকার বিনিময়ে উক্ত দুই বিষয়ে

২ জন শিক্ষক নিয়োগ করে অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত করিয়েছেন। শরীরচর্চা শিক্ষকের পদ শূন্য হলে ঐ পদে বিগত ২৪ আগস্ট, ২০০০ তারিখের তৃতীয় বিভাগ সম্পর্কিত সরকারী প্রজ্ঞাপনকে 'কলা' দেখানোর জন্য ব্যাকডেটে অর্থাৎ বিগত ৯ মার্চ, ২০০০ তারিখে নিজের স্ত্রী খন্দকার রেহানা খাতুনকে নিয়োগপত্র প্রদান করেন এবং ১ জানুয়ারী ২০০১ তারিখ হতে তাকে এমপিওভুক্ত করান। অথচ উক্ত পদে কর্মরত সরকারী বেতন ভাতা উত্তোলনকারী পূর্বের শরীরচর্চা শিক্ষক বিগত ৩০ এপ্রিল, ২০০১ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হলে কুড়িগ্রাম দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে তদন্ত হওয়ার প্রাক্কালে উক্ত অধ্যক্ষ নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজের স্ত্রী খন্দকার রেহানা খাতুনকে ২৪ এপ্রিল, ২০০১ তারিখে নতুন আর একটি নিয়োগপত্র প্রদান করেন। অথচ পরের নিয়োগপত্র যদি সঠিক ধরা হয় তাহলে খন্দকার রেহানা খাতুন ১ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখ হতে এমপিওভুক্ত হলো কিভাবে? অভিযোগে আরও জানা যায় বিগত ৫ মে, ২০০১ তারিখে কলেজের গভর্নিং বডির এডহক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন দেয়া হয় ২২ আগস্ট, ২০০১ তারিখে। অথচ উক্ত অধ্যক্ষ প্রচলিত নিয়োগ বিধি উপেক্ষা করে মেয়াদোত্তীর্ণ এডহক কমিটিকে কায়দা-কৌশলের মাধ্যমে ম্যানেজ করে বিগত ৮ আগস্ট, ২০০১ তারিখে পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক রসায়ন ও ইংরেজী বিষয়ে ২ জন প্রভাষককে নিয়োগ করেন।

কলেজের গভর্নিং বডি গঠনে কোন প্রকার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়নি। অথচ গভর্নিং বডি গঠিত হয় এবং তা সুকৌশলে অনুমোদন করে নেয়াও হয়। এ ব্যাপারে কতিপয় অভিভাবক নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে জেলা প্রশাসক, কলেজ পরিদর্শকসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করলেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। অধ্যক্ষের ইচ্ছেমত কমিটিই বহাল আছে। অভিযোগ দাখিলকারীদের মধ্যে মোঃ আবু বকর মিয়া ও মোঃ নুরুল হক কখন কিভাবে গভর্নিং বডির সদস্য হয়ে গিয়েছেন তা তারা নিজেরাও জানেন না।

পরীক্ষার ফরম পূরণ সংক্রান্ত আয়সহ কলেজটিতে অন্যান্য আয়ের উৎস থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি শিক্ষক-কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতার ২০ শতাংশ পায়নি। এসব আয়ের টাকা নানান কায়দায় হজম করে ফেলা হয়েছে।

গভর্নিং বডির সব ধরনের সভা কলেজে অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও বিগত ৩ বছরে অনুষ্ঠিত হয়নি। সভা ছাড়া হয়েছে- সভাও হয়েছে। তবে তা খাতা কলমে। অধ্যক্ষ তার পছন্দের কমিটির সদস্যদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে স্বাক্ষর নিয়ে সভা জায়েজ করেছেন। এভাবে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অধ্যক্ষ ইচ্ছেকৃতভাবে একমাত্র দাতা সদস্য ও একজন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিকে অনুপস্থিত দেখিয়েছেন। তবে গত ৯ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে এবং ১১ আগস্ট ২০০২ তারিখে কলেজে গভর্নিং বডির বাস্তব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকা উৎকোচের বিনিময়ে জাহাঙ্গীর আলম নামের এক ব্যক্তিকে ইংরেজী প্রভাষক নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিপত্র উপেক্ষা করে অনার্স ও মাস্টার্স-এ ৩য় বিভাগধারী এই ব্যক্তিকে বিগত ১ মে, ২০০২ তারিখে নিয়োগ করা হয়। শুধু তাই নয়, উক্ত জাহাঙ্গীর আলম চর বড়ভিটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে জুন, ২০০২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং বেতনভাতা উত্তোলন করেন। এছাড়া গভর্নিং বডির নোটিশ খাতায় আলোচ্য বিষয়ে পরবর্তীতে সংযোজন করে উক্ত ইংরেজী নিয়োগ সম্পর্কে একটি রেজুলেশন করা হয় এই সভাটি ৫ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে দেখানো হয়। এরকম অভিযোগের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে উক্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে।